সমকাল

তারিখ ... 04 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬ ......

বই বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ

নলছিটি জলঢাকা বাউফল

■ সমকাল ডেস্ক

ঝালকাঠির নলছিটি ও নীলফামারীর জলঢাকায় টাকার বিনিময়ে নতুন বই মিলছে বলে অভিযোগ করছেন অভিভাবকরা। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা বিনামূল্যে বই বিতরণ করছেন বলে দাবি করেন। তবে সেশন ফি নেওয়া হচ্ছে বলে জানান শিক্ষকরা। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

নলছিটি : উপজেলার তিমিরকাঠি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নতুন বই বিতরণে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ২০০ টাকা করে অর্থ আদায়ের অভিযোগ উঠেছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। এ ব্যাপারে অভিভাবকরা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন। সরকার বিনামূলে শিক্ষার্থীদের মাঝে বছরের প্রথম দিনই পাঠ্যবই তুলে দিয়েছে। উপজেলা পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলোতে একদিনে এতগুলো বই বিতরণ সম্ভব নয়। তাই তারা পর্যায়ক্রমে বইগুলো বিতরণ করার সিদ্ধান্ত নেন। উপজেলার তিমিরকাঠি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রোববার শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ শুরু করে। বই নেওয়ার সময় শিক্ষার্থীপ্রতি ২০০ টাকা করে অর্থ আদায় করেন প্রধান শিক্ষক জিয়া হায়দার মোল্লা। প্রায় ৬০০ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ২০০ টাকা করে নিয়ে তাদের হাতে বই তুলে দেওয়া হয়। যারা টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানান, তাদের নতুন বই দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। অভিভাবকরা টাকা নেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ক্রীড়া চাঁদা বাবদ ২০০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে বলে জানান।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. জাহিদ হোসেন বলেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিষয়টির সত্যতা জানতে চেয়ে আমার কাছে ফোন করেছে। আমি তাৎক্ষণিক সরেজমিন গিয়ে ঘটনার সত্যতা পেয়েছি। সে অনুযায়ী একটি প্রতিবেদন তৈরি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছি। এ ঘটনায় তারাই যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন। তিমিরকাঠি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জিয়া হায়দার মোল্লা বলেন, সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যেই বই বিতরণ করছি। একসঙ্গে সব শিক্ষার্থী পেয়ে তাদের কাছ থেকে ক্রীড়া চাঁদা বাবদ ২০০ টাকা করে নেওয়া হয়েছে। বই বিতরণের সঙ্গে ক্রীড়া চাঁদার কোনো সম্পর্ক নেই।

জলঢাকা (নীলফামারী) : জলঢাকায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা বই আটকিয়ে সেশন ফির নামে টাকা আদায় করছেন। অন্যথায় বই বিতরণ করছে না প্রতিষ্ঠানগুলো। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রোববার বগুলাগাড়ী স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। শনি ও রোববার সকাল থেকে উপজেলার বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঘুরে এ চিত্র দেখা গেছে। জলঢাকা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আশরাফ-উজ জামান সরকার জানান, ইতিমধ্যে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

বাউফল (পটুয়াখালী) : কেশবপুর ও বাজেমহল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিনা মূল্যে পাঠ্যবইয়ের টাকা না দেওয়ায় ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দেয়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ফলে বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীরা বই উৎসবেও যোগ দিতে পারেনি। অন্যদিকে বই না পেয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। বই দেওয়ার সময় টাকা আদায়ের ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. শহিদুল হক জানান, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বই বাবদ কোনো টাকা নিতে পারবে না।